হাদিসের গল্প
বন্দে আলী মিয়া

প্রকাশক

বৃন্দাবন ধর য়্যাণ্ড্ সন্স্ লিঃ

স্বত্বাধিকারী—**আশুতোষ লাইব্রেরী**

৫নং কলেজ স্কোয়ার—কলিকাতা

৩।৮নং জনসন রোড—ঢাকা

মূল্য ৷৷০ আনা

মুদ্রাকর

শ্রীমধুসূদন নাগ

আশুতোষ প্রেস

ঢাকা

সূচীপত্র

মস্ত বড় বন। ঘন গাছের শাখায় শাখায় জড়াজড়ি, পাতায় পাতায় নিবিড় ছায়া। লতা পাকে পাকে জড়িয়ে উঠেছে গাছের চূড়ায়—ফুটেছে নানা রঙের ফুল। বিবিধ বর্ণের পাখী—তাদের বিচিত্র কূজন কলরব। সূর্য্যের আলো এসে পড়ছে শাখার ফাঁকে-ফাঁকে ঝরা পাতার ওপরে—মনে হয় কে যেন নিপুণ হাতে আল্পনা এঁকে রেখেছে। সমগ্র অরণ্যে মহান গাম্ভীর্য্য—অভিনব সৌন্দর্য্য !

এই বনের পাশে কুটীর বেঁধে বাস করে জাফর। সংসারে কেহ তার নাই—কোনো বন্ধনই তাকে গৃহে ধরে রাখ্‌তে পারে নি। নির্জ্জনে খোদার সাধন-ভজন করবার সুবিধা হবে ভেবে লোকালয় ছেড়ে বনে চলে এসেছে।

প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে নদীতে স্নান ক'রে জাফর খোদার ধ্যান করুতে বসে। দুপুর বেলায় বন থেকে কিছু ফলমূল সংগ্রহ ক'রে আনে। অপরাহ্ণে নদীতীরে একা একা ঘুরে বেড়ায়—সন্ধ্যা বেলা পুনরায় সাধনায় নিমগ্ন হয়। এমনি ক'রে তার দিন কাটে।

চৈত্র মাস। সারাদিন আগুনের মতো ঝাঁ ঝাঁ রোদ। গাছপালা সেই আগুনের তাপে দগ্ধ হয়। দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের ঘাসপালা—বনের সবুজ পাতা তামার মত হয়ে গেছে—এক ফোঁটা বৃষ্টির নামগন্ধ নেই।

অপরাহ্ণের দিকে জাফর কুটীরের ঝাঁপ খুলে বাইরে এলো। দুপুরের লু-হাওয়ায় গায়ে ফোস্কা
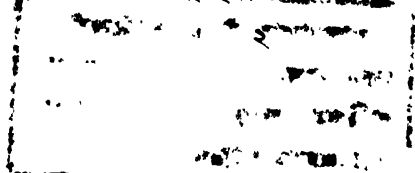
পড়ে। তাই জীব-জানোয়ার রোদ প্রখর হবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার আশ্রয়ে লুকায়। সন্ধ্যার দিকে আলো স্তিমিত হয়ে গেলে পুনরায় বাইরে আসে। জাফর আকাশের দিকে চাইতেই দেখ্‌তে পেল, একখানা নিকষ কালো জলভরা মেঘ মাথার ওপরে ছায়া ক'রে আছে। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই অজস্র ধারায় ভেঙে পড়বে। দগ্ধ অরণ্য স্নিগ্ধ হবে—তৃষিত প্রান্তর তৃপ্ত হবে। নিত্যকার মতো নদীতীরে সে গেলো না, কুটীরের উঠানে বসে দূর দিগন্তের পানে শূন্য-দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

বহুদূর থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো। জাফরের অন্যমনস্কতা নিমিষে দূর হয়ে গেল। শব্দের প্রতি কান দিয়ে সে শুন্‌তে পেলো, মেঘকে উদ্দেশ ক'রে কে যেন আদেশ করছে—"আবু হানিফের বাগানে বৃষ্টি দাও।"

আদেশ পেতেই মেঘ বাতাসে ভেসে ভেসে চল্‌তে লাগলো। তাজ্জব ব্যাপার! জাফর জীবনে কখনো এমন ঘটনা চোখে দেখেনি। কৌতূহলী

হয়ে মেঘের পেছনে পেছনে সে-ও চল্‌তে লাগলো। মাঠ পেরিয়ে জঙ্গল, তারপর ধানক্ষেত। মেঘ চলে—জাফরও খানা ডোবা ভেঙে তার পিছু পিছু ধাওয়া করে। কাঁটায় আট্‌কে তার কাপড় ছিঁড়লো। খানায় পড়ে পা মচ্‌কালো ; কোন দিকে তার ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই—চলেছে তো চলেছেই।

পাহাড়ের পাশে ছোট একটা গ্রাম। মেঘটা সেইখানে থেমে জল বর্ষণ স্থরু কর্‌লে। জাফর একটা বড় গাছের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে বৃষ্টির ধারা থেকে আপনাকে রক্ষা করতে লাগ্‌লো। বর্ষণ থেমে গেলে জাফর ভাগ্যবান আবু হানিফের খোঁজ করবার জন্য গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলো। খানিকটা দূর চল্‌বার পরে দেখ্‌তে পেলে এক ব্যক্তি বৃষ্টির সঞ্চিত জল বাল্‌তিতে নিয়ে বাগানের গাছে গাছে সেচন করছে। জাফর তাকে জিজ্ঞাসা করলে : "এ গ্রামে আবু হানিফ সাহেবের বাড়ী কোথায় বল্‌তে পারেন ?" লোকটী হাতের কাজ

রেখে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, বল্‌লেন : "এই তার বাড়ী। কি প্রয়োজন জান্‌তে পারি ?"

—"তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাই। তিনি কি বাড়ী আছেন ?" জাফর প্রশ্ন কর্‌লে।

লোকটি বাল্‌তি রেখে বাগানের বেড়ার ধারে সরে এলেন। মিষ্ট-কণ্ঠে বল্‌লেন : "এই গরীবের নাম-ই আবু হানিফ। কি আপনার দরকার বলুন ?"

জাফর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বিস্মিত-কণ্ঠে বল্‌লে : "আপনিই পুণ্যবান আবু হানিফ ! আপনার ন্যায় মহান ব্যক্তির দর্শন লাভ করে ধন্য হলুম।"

আবু হানিফ কুণ্ঠায় লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন। বল্‌লেন : "আমাকে অপরাধী কর্‌বেন না। আপনার কি কর্‌তে পারি আদেশ করুন।"

জাফর বল্‌লে : "আপনি অতি ভাগ্যবান ব্যক্তি। খোদা আপনার উপর সদয়। মেঘ থেকে আপনার বাগানে জল বর্ষণের হুকুম আজ আমি স্বকর্ণে শুনে

আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি। কোন্ পুণ্যের ফলে আপনার এমন ভাগ্য হতে পারে, আমায় বলে অনুগৃহীত করবেন কি ?”

আবু হানিফ মৃদু হাস্‌লেন। প্রত্যুত্তর করলেন ঃ “খোদার অসীম করুণা—তাঁকে কোটি কোটি ধন্যবাদ। আমি তেমন পুণ্যের কাজ তো কিছু করি নি ভাই, তবে আপনি যখন নিতান্তই শুন্‌তে চাচ্ছেন, নিজের মুখে বলাও উচিত নয়। এই বাগানের উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ নিজের পরিবার প্রতিপালনের জন্য ব্যয় করি, অপর অংশ খোদার নামে গরীব দুঃখীকে দান করি এবং বাকি অংশ বাগানের কাজে লাগাই।

জাফর বল্‌লে ঃ “আপনি প্রকৃতই সদ্ব্যয়ী ব্যক্তি। গরীব অনাথকে দান কর্‌লেই খোদা তার প্রতি সদয় হন। প্রত্যেক মানুষের উচিত নিজের আয় থেকে সাধ্যমত দীন দুঃখীকে দান ক'রে খোদার সন্তুষ্টি লাভ করা।”
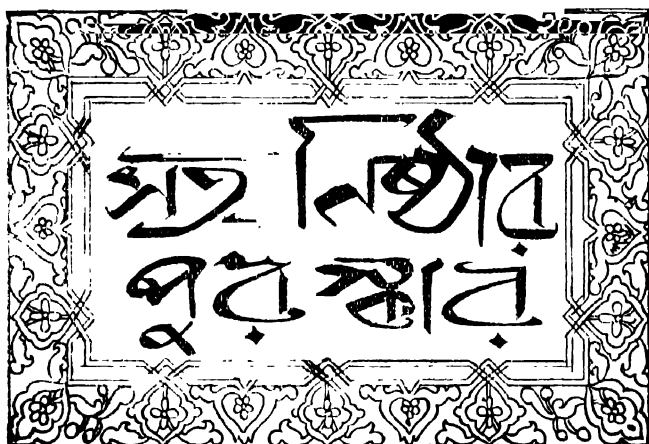
বনি ইস্‌রাইলদের বংশে তিনজন লোক ছিল। একজনের সর্ব্বশরীরে ছিল ক্ষত—সেই ক্ষত থেকে সারা দিনরাত পুঁজ, রক্ত এবং রস গড়াত। রোগের যন্ত্রণায় এবং মাছির অত্যাচারে এক তিল শান্তি সে পেতো না—সারাক্ষণ কেবলি চীৎকার করতো। এর বাড়ী থেকে খানিকটা দূরে বাস কর্‌ত একজন অন্ধ। পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্য থেকে সে ছিল চিরবঞ্চিত। পরের দয়ার উপরে সর্ব্বদা চল্‌তে হতো তাকে। ওঠা, বসা, চলা, ফেরা সব কাজে

পরের সাহায্য নিতে হতো। এর চেয়ে মরণ ভালো। বেচারী তাই মনেপ্রাণে সর্ব্বদা মৃত্যু-কামনা কর্‌তো।

অন্ধের বাড়ী থেকে কিছুদূরে ছিল একজন কেশহীন ব্যক্তি। তার মাথায় চুলের নামগন্ধ তো ছিলই না, এমন কি ভ্রূ, গোঁফ, দাড়ি—অথবা হাতে পায়ে কোথাও একগাছি পর্য্যন্ত লোমও তার নাই। কি রকম কিম্ভূত দেখ্‌তে ছিল একবার ভেবে দেখ। বেচারী রাস্তায় বের হলে পাড়ার ছেলের দল তার পিছু লাগ্‌তো। কেউ মুখ ভ্যাঙ্‌চাতো—কেউ ছড়া কাট্‌তো—কেউ বগা দেখাতো—কেউ কেউ বা ঢিলই ছুঁড়্‌তো। মনের কষ্টে সে দিনের বেলায় পথে চল্‌তো না।

এদের দুঃখ দূর করবার জন্য খোদাতালা ফেরেশ্‌তা (দেবদূতকে) পাঠিয়ে দিলেন। ফেরেশ্‌তা পৃথিবীতে নেমে এসে একজন দরবেশের রূপ ধারণ কর্‌লেন; তারপর সেই ক্ষত ব্যাধিগ্রস্ত লোকটীর নিকটে হাজির হয়ে সদয় কণ্ঠে বল্‌লেন ঃ

"তোমার সারা দেহে ঘা দেখ্‌তে পাচ্ছি। ঘা দিয়ে রক্ত, পুঁজ গড়াচ্ছে। চার্‌দিকে মাছি ভন্‌ভন্‌ কর্‌ছে। তোমার খুব কষ্ট, না?" লোকটি জবাব দিলে: "তা আর বল্‌তে ভাই, শুয়ে বসে কিছুতে শান্তি নাই। যন্ত্রণার একতিল বিরাম নাই। সারা গায়ে বেদনা! খোদাতালা মরণ দিলে শান্তি পেতাম!"

দরবেশ সহানুভূতির সুরে বল্‌লেন: "বটেই তো—বটেই তো! তা—একটা কথা বল্‌তে এসেছিলুম।"

লোকটি কাৎরাতে কাৎরাতে প্রত্যুত্তর করলে: "কি কথা বলুন? কোনো কাজের কথা যদি হয় তা হলে পূর্ব্বেই বলে দিচ্ছি—আমার দ্বারা কিছু হবে না। দেখ্‌তেই তো পাচ্ছেন।"

দরবেশ হাস্‌লেন, বল্‌লেন: "না কোনো কাজের কথা নয়। বল্‌ছিলুম, কি পেলে তুমি খুশী হও ভাই—আমায় বলো।"

লোকটি তিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে: "খুশী! খুশী

আমি কি করে হই বলুন। এমন যার দেহের অবস্থা সে কি খুশী হতে পারে কখনো। আমার এই ঘা না সারা অবধি কিছুতেই আমার মন ভালো হবে না।”

দরবেশ মৃদু হেসে বললেন ঃ “বেশ, তাই হবে।” ব'লে তার সারা দেহে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিলেন। খোদার অপার মহিমায় লোকটিও সঙ্গে সঙ্গে রোগমুক্ত হয়ে তার শ্রী স্বাস্থ্য ফিরে পেলো।

লোকটির আনন্দিত হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু সে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললে ঃ “ছিলুম একরকম মন্দ নয়; আমার দুরবস্থা দেখে লোকেরা দয়া ক’রে খাবার দিত, পয়সা দিত। কিন্তু এখন সে পথ বন্ধ হয়ে গেল। জন্মাবধি রোগগ্রস্ত ছিলুম ব’লে কোনো কাজকর্ম্মও শিখিনি—কি ক’রে যে রোজগার করবো কিছুই তো জানি না।”

দরবেশ তাকে একটা গর্ভবতী উট প্রদান ক’রে বললেন ঃ “এই উটটিকে যত্নের সঙ্গে পালন করো— এর পেটে শাবক হবে এবং ক্রমে ক্রমে আরো

সংখ্যা বাড়্বে—এতেই তোমার অন্নবস্ত্রের সংস্থান হবে।” ব’লে তিনি চলে গেলেন।

রাজপথের ধারে একটা গাছের ছায়ায় বসে অন্ধ দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ক’রে করুণ সুরে বিনিয়ে বিনিয়ে পথিকদের কাছে একটা পয়সার জন্য আবেদন জানাচ্ছিল। অধিকাংশ পথচারীই না শোনার ভাণ ক’রে চলে যাচ্ছিল। যারা নিতান্ত হৃদয়বান এবং পরদুঃখকাতর তারাই দয়া ক’রে এক আধটা পয়সা দিচ্ছিল। তা-ই হাতের উপরে পড়েছিল।

দরবেশ তার কাছে গিয়ে বস্লেন। আস্তে আস্তে বল্লেন: “সারাদিন ক পয়সা রোজগার হলো।”

তার কথা শুনে তার একঘেয়ে প্রার্থনা জানিয়ে বল্লে: “গুণি নি তো; তুমি তো আমার মত হতভাগ্য দৃষ্টিহীন নও—দেখ না কত হয়েছে ?”

দরবেশ বল্লেন: “সামান্য কটি পয়সা মাত্র। ওতে তোমার চল্বে ভাই ?”

অন্ধ এত দুঃখেও না হেসে পার্‌লো না। জবাব দিলেঃ "না চল্‌লেই বা কর্‌ছি কি বলো। খোদা তো আমায় চোখ দেন্‌নি যে দেখে শুনে বেশী উপার্জ্জন কর্‌বো!"

দরবেশ বল্‌লেনঃ "আহা তাই তো—তোমার বড়ো কষ্ট! যদি তুমি দেখবার ক্ষমতা পাও তা হলে খুশী হও?"

অন্ধ জবাব দিলেঃ "তেমন নসিব কি আর হবে রে ভাই! এ জন্মে তো আর নয়!" ব'লে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ কর্‌লে।

দরবেশ বল্‌লেনঃ "আচ্ছা দেখি চেষ্টা ক'রে তোমার কিছু উপকার কর্‌তে পারি কিনা।" ব'লে অন্ধের দু চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্ধ দু' চোখে দৃষ্টিশক্তি লাভ কর্‌লো।

পৃথিবীর অফুরন্ত রূপ ঐশ্বর্য্যের দিকে সে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। কি হতভাগ্য সে ছিল এতদিন! দুনিয়ার এত আনন্দ—কিছুর স্বাদই সে পায় নাই।

দরবেশ তার বিহ্বল ভাব দেখে হাস্‌লেন, বল্‌লেনঃ "এমন ক'রে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাক্‌লেই পেট ভরবে না? এতকাল অন্ধ ছিলে। কোনো কাজকর্ম্মই তো শেখনি। কি ক'রে তোমার চল্‌বে?"

অন্ধটা চিন্তিত মুখে নীরবে তাঁর কথা সমর্থন কর্‌লে। কোনো প্রত্যুত্তর দিলে না।

দরবেশ তাকে একটা ছাগল দিয়ে বল্‌লেনঃ "এই ছাগলটা তোমায় দিলুম—এই থেকে তোমার জীবিকা চল্‌বে।" ব'লে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

কেশহীন ব্যক্তি মনের দুঃখে বসে বসে চোখের জল ফেলছিল। প্রাণে তার একতিল শান্তি নাই। এমন ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।

লোকের ছাঁটা চুল ও ছাঁটা গোঁফদাড়ির দিকে চেয়ে তার মনটা লালায়িত হয়ে ওঠে! হায়!—

এতগুলো চুল, লোকে আবর্জ্জনা বোধে ফেলে দিচ্ছে। তারা রীতিমত অপব্যয়ই করছে, আর তার কিনা একগাছি কেশও নেই।

বিধাতার কী নির্ম্মম পরিহাস্!

দরবেশ তাঁর কাছে এসে হাঁক দিলেন: "তোমাকে তো বড্ডো চিন্তিত দেখ্ছি হে—ব্যাপার কি বল দিকি?"

কেশহীন বল্লে: "দুঃখের কথা আর বল্বো না ভাই, যার শরীরে লোম নেই সে কি মানুষ! জন্ম অবধি একটা লোম হলো না—" ব'লে অতি দুঃখে বেচারী প্রায় কেঁদেই ফেল্লে।

দরবেশ সহানুভূতির কণ্ঠে বল্লেন: "আক্ষেপ করতে হবে না—আমি তোমার দুঃখ দূর ক'রে দিচ্ছি।" বলে তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতেই ভ্রমর-কৃষ্ণ চুল গজিয়ে উঠ্লো।

দরবেশ পুনরায় বল্লেন: "তোমাকে একটা গাভী দিয়ে যাচ্ছি। এতেই তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।" ব'লে

তাকে একটা শাদা রঙের গরু দিয়ে চলে গেলেন।

অনেক দিন পরের কথা। খোদার আদেশে ফেরেশ্‌তা পুনরায় একজন মুশাফিরের বেশ ধারণ ক'রে সেই ক্ষত ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির বাড়ীতে এসে হাজির হলেন। এসে দেখতে পেলেন, সেই ব্যক্তি এখন বহু ধনশালী হয়েছে এবং উট ও গৃহপালিত অন্যান্য পশুপক্ষীতে তার বাড়ি পূর্ণ। মুসাফির-বেশী ফেরেশ্‌তা তাকে বল্‌লেন: "আমি একজন দরিদ্র পথিক। আপন গৃহে ফিরে যাবার কিছুমাত্র সঙ্গতি আমার নেই। আপনি একজন দয়ালু, ধার্ম্মিক এবং ধনবান ব্যক্তি। অনুগ্রহ ক'রে একটি উট এবং কিছু পাথেয় দান ক'রে আমায় বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।"

লোকটি মুসাফিরের প্রার্থনায় দপ্‌ করে আগুনের মত জ্বলে উঠ্‌লো! "যাও যাও আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যাও। আমার কাছে কিছু হবে না।

তোমাদের মতো অকর্ম্মাদের দান খয়রাৎ কর্‌লেই হয়েছিল আর কি। এ সংসার দু'দিনে উড়ে যাবে। এগিয়ে দেখ।"

মুসাফের নাছোড়বান্দা। তিনি তথাপি বল্‌লেন ঃ "ভাই, তুমি একদিন আমারি মতন গরীব ছিলে। সারা দেহে গলিত ক্ষত—একটি কপর্দ্দকও ছিল না সম্বল। সেদিন আমারই মতো ছিলে নিঃসহায়, বলো সত্য কিনা ?" লোকটি প্রতিবাদ কর্‌লে ঃ "মিছে কথা। আমি কোনো দিনই গরীব ছিলুম না। এই ধনসম্পত্তি আমার পৈত্রিক। আমার গায়ে কোনো কালে ঘা ছিল না। তুমি আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যাও।"

মুসাফির হেসে বল্‌লেন ঃ "যাচ্ছি, কিন্তু খোদার অনুগ্রহ লাভ ক'রেও তুমি তা অস্বীকার কর্‌লে— এর শাস্তি অবশ্যই পাবে।" ব'লে চলে গেলেন।

কেশহীনের বাড়ী এসে তিনি হাজির হলেন, এবং তার কাছে নিজের দৈন্য জানিয়ে একটি গাভী ও কিছু অর্থ প্রার্থনা কর্‌লেন। ক্ষত ব্যাধিগ্রস্ত

ব্যক্তির মতো সেও আপনার পূর্ব্ব অবস্থা বিস্মৃত হয়ে তাঁকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলেন। মুসাফির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিদায় হলেন।

অন্ধের বিষয়-আশয় এদের চতুর্গুণ হয়েছে। মুসাফির তার নিকটে এসে উপস্থিত হলেন; বল্‌লেন ঃ "আমি পরিশ্রান্ত,—কিছু খাদ্য এবং পানীয় দিয়ে প্রাণ রক্ষা করুন।"

অন্ধ তাঁকে সমাদরে বস্‌তে দিয়ে সুস্বাদু আহার্য্য দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করালেন, এবং আর কি প্রার্থনা আছে জান্‌তে চাইলেন। মুসাফির অতিশয় হৃষ্টচিত্তে বল্‌লেন ঃ "আপনার কিছু ছাগল এবং কিছু অর্থ দ্বারা আমায় সাহায্য করুন।" অন্ধ সানন্দে কিছু দিনার (আরব দেশের মুদ্রা) এবং কয়েকটি ছাগল তাকে প্রদান করলেন।

মুসাফির অতি সদয়কণ্ঠে বল্‌লেন ঃ "তোমার ব্যবহারে আমি খুব খুশী হয়েছি। তোমাদের তিন জনের রোগ আরোগ্যের জন্য খোদা আমাকে পাঠিয়েছিলেন। আজ তোমাদের ধর্ম্ম-পরীক্ষার জন্য

আমি এসেছিলুম। ক্ষত ব্যাধিযুক্ত এবং কেশহীন উভয় ব্যক্তিই মিথ্যাবাদী—স্বার্থপর। তা'রা খোদার করুণার কথা ভুলে ধনের গর্ব্বে মেতে উঠেছিল। তাই খোদা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ধনদৌলৎ কেড়ে নিয়েছেন এবং এক্ষণে তাদের পূর্ব্বের অবস্থা হয়েছে। জীবনের কোনো অবস্থাতেই খোদাতা'লার প্রতি ঈমান-হারা হতে নেই।"
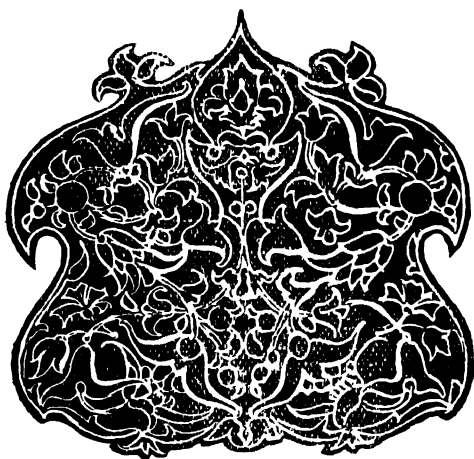
দুপুরের রোদে চারদিক ঝাঁ ঝাঁ করছে, অসহ্য গরম। হয্‌রত মোহাম্মদের (দঃ) অন্যতমা স্ত্রী বিবি সালেমা অতিষ্ঠ হয়ে দক্ষিণ দিকের জানালার কাছে বসে খেজুর পাতার পাখায় হাওয়া নিচ্ছিলেন।

ঠিক এমনি সময়ে একজন ভিক্ষুক সদর দরজায় এসে হাঁক দিলে,—"দু'দিন থেকে পেটে দানাপানি পড়েনি মা—আমাকে কিছু খাবার দিন্।"

বিবি সালেমার ঘরে হয্‌রতের জন্য কিছু মাংস সযত্নে তাকের ওপরে ঢাকা ছিল। এর থেকে কিছুটা অংশ তাঁর দেবার ইচ্ছা হলো। কিন্তু

কাছে চাকর-দাসী কেউ ছিলো না। তাই তিনি নিরুপায় হয়ে নীরবে বসে রইলেন।

ভিক্ষুক পুনরায় কাতর-কণ্ঠে খাবার চাইলে। বিবি সালেমা জবাব দিলেন ঃ "এখানে কিছু হবে না।"

ভিখারী দীর্ঘশ্বাস ফেলে দ্বার থেকে চলে গেলো।

অপরাহ্নের দিকে হয্‌রত মোহাম্মদ (দঃ) বিবি সালেমার ঘরে এলেন। বিবি সালেমা একজন বাঁদীকে মাংস ও খাবার এনে দেবার জন্য হুকুম করলেন।

বাঁদীটা তাকের নিকটে গিয়ে ব'লে উঠলে ঃ "এখানে কিছুই তো নেই মা—শুধু এক টুক্‌রা সাদা পাথর পড়ে রয়েছে।"

বিবি সালেমা বিস্মিত হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌লেন, সত্যি খাবার নাই। তিনি হয্‌রতের নিকটে এসে সব ঘটনা বল্‌লেন।

হয্‌রত বল্‌লেন ঃ "এম্‌নিই হয়। সাধ্য থাক্‌তেও যারা দীনদুঃখী অনাথ-আতুরকে দেয় না, তা'রা চিরদিনই খোদার অসন্তুষ্টি লাভ করে।"

প্রতিদিন ফজরের নামাজ (প্রাতঃকালীন উপাসনা) অন্তে হয্‌রত মোহাম্মদ (দঃ) পিছনের লোকদের দিকে ঘুরে বসতেন, এবং কে কিরূপ স্বপ্ন দেখেছে জিজ্ঞাসা করতেন। স্বপ্নের বিবরণ শুনে তিনি তার ব্যাখ্যা ক'রে সরল ভাষায় সকলকে বুঝিয়ে দিতেন।

একদিন হয্‌রত নিজের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সকলের কাছে বল্‌ছিলেন,—"এশার নামাজ (রাত্রির উপাসনা) শেষ করে সবে ঘুমিয়েছি। এমন সময়ে দেখ্‌তে পেলুম দু'জন অপরিচিত লোক

আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। আমি কিছু বলবার আগেই তা'রা আমার দু'হাত চেপে ধরে হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে নিয়ে চল্‌লো। আমি বাধা দিলুম না—সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে লাগলুম। অনেকটা দূর চল্‌বার পরে একটী মস্ত বড়ো মাঠ পাওয়া গেলো। দেখ্‌লুম, সেই মাঠের একপাশে দু'জন লোক বসে রয়েছে। এক ব্যক্তি নিকটে দাঁড়িয়ে করাত দিয়ে এদের একজনের মাথা থেকে নাভিদেশ অবধি দু'ফাঁক ক'রে ফেললে। তারপর দ্বিতীয় লোকটিরও ঐরূপ দশা করলে। অতিশয় তাজ্জবের ব্যাপার! কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয়ের দেহ জোড়া লেগে গেলো। আবার তাদের দেহ ঐ ব্যক্তি দ্বিখণ্ডিত ক'রে ফেল্‌লে। আমি এর কারণ সঙ্গী দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলুম। তা'রা জবাব দিলেঃ এগিয়ে চলো, পরে বল্‌বো।

"কিছু দূর এগিয়ে যাবার পরে দেখ্‌তে পেলুম একজন শায়িত ব্যক্তির মাথায় অপর একজন লোক একটী পাথর ছুঁড়ে মার্‌ছে। আঘাত পেয়ে মাথাটা

তার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং পাথরটা খানিকটা দূরে গিয়ে ছিট্‌কে পড়্‌ছে। পাথরটা কুড়িয়ে আন্‌তে যে সময়টুকু, এরই মধ্যে মাথাটা আগের মত হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গী দু'জনকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা কর্‌তে তা'রা এবারেও প্রত্যুত্তর কর্‌লেঃ পরে সব কথা বল্‌বো, এখন এগিয়ে চলো।

"সুমুখের দিকে চল্‌তে লাগলুম। খানিকটা এগুতেই নজরে পড়লো, একটা মস্তবড়ো গর্ত্তের মধ্যে আগুনের কুণ্ড। গর্ত্তের ভিতরটা খুব গভীর। কিন্তু মুখটা সরু—অনেকটা পাউরুটি তৈরী কর্‌বার তন্দুরের মতো। আগুনের আঙারে চারদিকটা সিঁদুরের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে। সেই উত্তপ্ত কুণ্ডের মধ্যে অনেক পুরুষ এবং মেয়েছেলে জীবন্ত দগ্ধ হচ্ছে এবং পরিত্রাহি চিৎকার কর্‌ছে। তাদের দুর্দ্দশা দেখ্‌তে পারা যায় না। আতঙ্কে দু'চোখ বুজলুম। সঙ্গিদ্বয়কে এদের এই শাস্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌তে তা'রা পূর্ব্বের ন্যায় সম্মুখে অগ্রসর হবার জন্য অনুরোধ জানালে।

"অনেকটা দূর এগিয়ে যাবার পরে যখন মাঠটী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সম্মুখে পড়ল একটী মস্তবড়ো নদী। কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখ্লুম—নদীতে জলের পরিবর্ত্তে শুধু রক্ত,—রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে। একব্যক্তি নদীর মাঝখান থেকে সাঁতরে কূলের দিকে আস্‌ছে। পরিশ্রান্ত হয়ে যখন সে প্রায় তীরের নিকটবর্ত্তী হয়—আর খানিকটা এলেই মাটিতে দাঁড়াতে পার্‌বে,—এমন সময় তীরে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি তার মস্তক লক্ষ্য ক'রে একটা পাথর সজোরে নিক্ষেপ করে। এই আঘাতে তার নাক, চোখ, মুখ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং সে পুনরায় মধ্য নদীতে গিয়ে পড়ে। বেচারীর দুর্দ্দশা দেখে আমি স্থির থাকৃতে পারলুম না! বললুম ঃ এবারে বল্‌তেই হবে এর এমন দশা কেন।

"সঙ্গীদের মধ্যে একজন জবাব দিলে ঃ পরে বলবো। আমি বিরক্ত হয়ে বললুম ঃ আর না। দু'জনে আমায় সারারাত ঘুরিয়েছো—আর ধৈর্য্য আমার নেই। সঙ্গী দু'জন হাস্‌লে। যে আমার

ডান পাশে ছিল, সে বল্‌লে—তবে শোন। প্রথমে যে দু'জনকে করাত দিয়ে মাথা থেকে নাভি পর্য্যন্ত চির্‌তে দেখেছো—তা'রা পৃথিবীতে অতিশয় মিথ্যা-বাদী এবং প্রবঞ্চক ছিলো। খোদাতা'লা মিথ্যা-বাদীর প্রতি ঐরূপ শাস্তির বিধান করেছেন।

"আমি প্রশ্ন করলুম ঃ তারপর ?

"সে পুনরায় জবাব দিলে ঃ যে শায়িত ব্যক্তির মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত কর্‌ছে, সে খুব বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান ছিলো ; কিন্তু সে কখনো কারো একটা উপকার করে নাই—কাউকে সৎপথে আনবার জন্য উপদেশ অবধি দেয় নাই। যে জ্ঞানী তার জ্ঞান যদি অন্যের উপকারে না আসে, তবে তার সার্থকতা কি ? তার এইরূপ দণ্ড হয়।

"আমি জিজ্ঞাসা করলুম ঃ তারপর সেই আগুনের মধ্যে যারা পুড়্‌ছে তাদের কথা বলো ?

"এবার দ্বিতীয় সঙ্গী জবাব দিলে ঃ আগুনের কুণ্ডে যে সব মেয়ে ও পুরুষ দগ্ধ হচ্ছে, তা'রা দুনিয়াতে নানা পাপ কাজ করেছিল। পৃথক

ভাবে শাস্তি না দিয়ে তাদের একত্রে অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তারপর ঐ যে লোকটি রক্তের নদী থেকে সাঁত্‌রে তীরে উঠ্‌বার চেষ্টা করছে এবং তার মুখের ওপরে পাথর ছুঁড়ে মার্‌ছে, সে অতিশয় ধনশালী ছিলো। তার অর্থে লোকের উপকার না হয়ে অপকারই শুধু হয়েছে। সে প্রতিবেশীদিগকে টাকা কর্জ্জ দিয়ে তার সুদ গ্রহণ কর্‌তো। সুদের দায়ে কত লোককে যে সে পথের ভিখারী করেছে, তার আর অবধি নাই। তাই খোদাতা'লা রোজ কেয়ামত (শেষ বিচারের দিন) পর্য্যন্ত তার প্রতি এই শাস্তি বিধান করেছেন।

"একটু থেমে দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌লে ঃ ঐ যে গাছের নীচে একজন বৃদ্ধ এবং ছেলেপুলে দেখ্‌ছো—উনি হয্‌রত ইব্রাহিম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরগণ।"

মুসা ভ্রমণে বেরিয়েছেন। এ দেশ সে দেশ—নানা জায়গায় যাচ্ছেন ; আর নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করছেন। ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে একদিন একটা গ্রামের কাছাকাছি এসে পৌঁছুলেন। সাম্‌নে মস্ত-বড়ো একটা মাঠ। সেইটা পার হলেই গন্তব্য স্থানে গিয়ে হাজির হবেন। মাঠের মধ্যে আল্‌পথ হেঁটে হেঁটে তিনি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কিছু দূরে একটা অশথ গাছ দেখে তার ছায়ায় খানিকক্ষণ জিরিয়ে আবার চল্‌তে আরম্ভ করবেন, এই ভেবে সেইদিকে জোরে পা চালিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

মস্ত বড়ো অশথ গাছ, চারদিকে বহুদূর অবধি ডালপালা বিস্তার ক'রে নিবিড় ছায়া রচনা করেছে। গাছের নিকটেই একটা মস্ত জলাশয়। জল যেন হীরকের মতো টল্‌মল করছে। মুসা হাতমুখ ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে গাছের নীচে বস্‌লেন। শাখা দুলিয়ে পাতা কাঁপিয়ে ঝির্ ঝির্ করে বাতাস বয়ে চলেছে। ডালে ডালে পাখীর কূজন কলরব; মুসার শরীর অবশ হয়ে এলো, তিনি আর বসে থাক্‌তে পার্‌লেন না। গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বিশ্রাম কর্‌তে লাগ্‌লেন।

পথ দিয়ে কত পথিক চলেছে; কেউ যাচ্ছে এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে—কেউ ফির্‌ছে নিজের ঘরের দিকে।

একটী অন্ধ লাঠি ঠক্‌ঠকিয়ে দীঘির পাড়ে এসে থাম্‌লো। তারপর আস্তে আস্তে দীঘিতে নেমে হাতমুখ ধুয়ে খানিকটা জল পান কর্‌ল; শেষে ঘাটের কাছে ছায়ায় বসে বিশ্রাম কর্‌তে লাগ্‌লো।

একজন সিপাহী ঘোড়া ছুটিয়ে বহুদূরের রাস্তায় চলেছিল। দীঘির পাড় দিয়ে যেতে যেতে জলের দিকে চেয়ে ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়লো এবং জামা-কাপড় ছেড়ে রাখতে লাগ্‌লো। তারপর এক হাজার টাকার একটা তোড়া তার পাশে রেখে দীঘিতে চান কর্‌তে নামলো। সে অনেকক্ষণ ধরে জলের মধ্যে নিজের দেহটাকে ডুবিয়ে রাখ্‌লো। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে সাঁতার কাট্‌তে লাগ্‌লো— চান যেন তার কিছুতেই শেষ হয় না। বহুক্ষণ পরে সিপাহী তীরে উঠে গা হাত পুঁছে জামা কাপড় পরে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলো। টাকার কথা আর তার মনে রইলো না। টাকার তোড়া যেমন রেখেছিল, তেমনি পড়ে রইলো।

এর কিছুক্ষণ পরে বিপরীত দিক থেকে একটা লোক সেই পথে গ্রামান্তরে চলেছিল। দীঘির কাছাকাছি এসে টাকার তোড়াটির ওপরে তার নজর পড়লো। আশে পাশে চেয়ে দেখ্‌লে এক অন্ধ ছাড়া আর কেউ নিকটে নেই। এ সুযোগ

সে ত্যাগ করলে না—তাড়াতাড়ি টাকার তোড়াটি তুলে কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে চাইতে চাইতে চক্ষের পলকে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

খানিকক্ষণ পরে ঘোড়সওয়ারটি ফিরে এসে যেখানে তোড়াটি ফেলে রেখে গিয়েছিল, সেইখানে তা' দেখ্‌তে না পেয়ে ভাব্‌লে, এই অন্ধটি ছাড়া এখানে দ্বিতীয় প্রাণী কেউ নাই ; সুতরাং সে-ই তার জিনিষটি হস্তগত করেছে। তাই অতিশয় গরম মেজাজে অন্ধকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে : "টাকার তোড়াটি কোথায় ? শীঘ্র দে !"

অন্ধটি যেন আকাশ থেকে পড়লো। জবাব দিল : "টাকার বিষয় তো আমি কিছু জানি না হুজুর ! দেখ্‌তেই পাচ্ছেন আমি অন্ধ।"

সিপাহী উত্তেজিত হয়ে বল্‌লে : "ও-সব চালাকীর কথা আমি শুন্‌তে চাই না। আমার টাকার তোড়া কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস— শীঘ্র দে ! না দিলে এক্ষুণি তোর গর্দ্দান যাবে !"

অন্ধটি বিপন্ন কণ্ঠে জবাব দিলে ঃ "হুজুরের যা মর্জি। আমি জানি না টাকা আপনি রেখেছিলেন কিনা ? যদি সত্যই রেখে গিয়ে থাকেন, আমার শক্তি কোথায় যে তা লুকিয়ে রাখ্‌বো। আমার অবস্থা বিবেচনা ক'রে আমায় ক্ষমা করুন।"

ক্রোধে সিপাহী জ্ঞান হারালো। খাপ থেকে তরবারী বের করে তার মাথাটা কেটে ফেল্‌লে।

হজরত মুসা আগাগোড়া সমগ্র ব্যাপারটাই লক্ষ্য করলেন। একজনের অপরাধে অপরে কেন শাস্তিভোগ করলে, এই কথাই তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। খোদাতা'লা ন্যায়-বিচারক। এ তাঁর কিরূপ বিচার হলো ?

দেশ ভ্রমণ শেষ ক'রে হজরত মুসা কোহেতুর পাহাড়ের গভীর নির্জ্জনে খোদার আরাধনা করছিলেন। সেই সময়ে গায়েবী আওয়াজ (দৈববাণী) তিনি শুন্‌তে পেলেন ঃ "যে অন্ধকে সিপাহীটা হত্যা করেছে, সিপাহীর পিতাকে ঐ

অন্ধের পিতা একদিন হত্যা করেছিল। তাই খুনের প্রতিশোধ খুনদ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সিপাহীর টাকার তোড়াটি নিয়ে গেছে, ঐ ব্যক্তির পিতার সহস্র মুদ্রা সিপাহীর পিতা একদা প্রবঞ্চনা ক'রে আত্মসাৎ করেছিল। সেইজন্য সিপাহী আজ টাকার তোড়াটি হারিয়েছে। এইরূপেই পিতৃঋণ পরিশোধ হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষে এই সব বিষয় বুঝতে পারে না।"
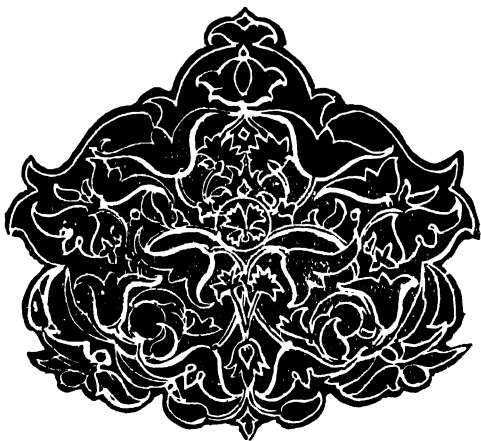
শয়তানের কথা তোমরা বোধ হয় সকলেই জানো। এমন কোনো খারাপ কাজ নাই, যা তার দ্বারা না হতে পারে। যে জ্ঞানী লোক, তার দ্বারাও শয়তান সময় সময় অপকর্ম্ম করিয়ে নেয়।

শয়তানের নানা কুকাজের মধ্যে একটা দিনের কাহিনী তোমাদের বল্‌ছি।

সকাল বেলায় শয়তানের মজ্‌লিস বসেছে। সে তার অনুচরদের বল্‌লে ঃ "তোমরা আমার বাধ্য আর বিশ্বাসী অনুচর। তোমরা প্রত্যেকেই

প্রত্যহ এক একটা কুকাজ ক'রে আমার প্রশংসা লাভ করছো; আজ যে সব চাইতে মন্দ কাজ কর্‌বে, তাকে অনেক পুরস্কার দিব।"

দলপতির হুকুম শুনে সকলে খুশী হলো; তারপর সভা শেষ হলে তা'রা চারদিকে আপন আপন কাজে বেরিয়ে গেলো।

শয়তান বা তার অনুচরেরা নিজেদের হাতে কাজ করে না,—মানুষের মনে কু-মতলব দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়।

দিনের শেষে সকলে এসে শয়তানের দরবারে হাজির হলো। তা'রা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজের কথা শয়তানের কাছে বর্ণনা কর্‌তে লাগ্‌লো। তা'রা যে সব কাজ করে এসেছে, তার কাহিনী শুনে ভালো মানুষেরা নিশ্চয়ই কানে আঙুল দেবে।

একটা খোঁড়া আর দুর্ব্বল শয়তান একপাশে চুপ্‌টি ক'রে বসেছিল। সারাদিনে বিশেষ কোনো কাজই সে কর্‌তে পারেনি।

সকলের বর্ণনা শেষ হলে সর্দ্দার শয়তান তাকে জিজ্ঞাসা করলেঃ "তুমি চুপ ক'রে বসে রয়েছ যে! তুমি কি কিছু করতে পারোনি?"

খোঁড়া শয়তানটি আস্তে আস্তে জবাব দিলেঃ "এরা যে সব কুকর্ম্ম মানুষের দ্বারা করিয়ে নিয়েছে, আমি তার তুলনায় কিছুই প্রায় করতে পারিনি; সেই জন্য চুপ ক'রে বসে আছি।"

সর্দ্দার বললেঃ "তবুও যেটুকু করেছো তাই শুনতে ক্ষতি কি। নির্ভয়ে বলো—"

সর্দ্দারের ভরসা পেয়ে খোঁড়াটির মনে সাহস হলো; বললোঃ "আজ একটি ছেলে মক্তবে যাচ্ছিলো। আমি চুপি চুপি গিয়ে তার কানে কানে বললুমঃ 'আজ পড়তে যেও না খোকা, আজ তোমার ওস্তাদজী আসেননি।' কথা শুনে বালকটি ফিরে বাড়ী চলে গেলো।"

সর্দ্দারের মুখে হাসি দেখা দিলো। বললেঃ "তুমিই সকলের সেরা কাজ করেছো। আজকের বখ্‌শিস্ তোমার।"

সভার অন্যান্য শয়তানেরা সর্দ্দারের এই অন্যায় বিচার দেখে হাঁ হাঁ ক'রে উঠ্‌লে ; বললে ঃ "প্রভু, আমরা কত জঘন্য কাজ মানুষের দ্বারা করিয়েছি। ছেলের দ্বারা বাপকে খুন করিয়েছি ;—মা সন্তানকে উপবাসে রেখে নিজে খেয়েছে। এমনি আরো কত কি !......আপনি আমাদের রেখে ঈনাম (বখ্‌শিস্) দিতে গেলেন খোঁড়াটাকে !"

সর্দ্দার প্রত্যুত্তর করলে ঃ "আমার বিচার তোমরা বুঝতে পারোনি, তাই মিথ্যা দোষারোপ কর্‌ছো। একটি শিশু যদি মূর্খ হয়ে থাকে, তবে সে বড় হলে তার দ্বারা সকল কুকর্ম্মই একদিন সম্ভব হতে পারবে। আর তার বংশধরেরাও চিরকাল মূর্খ আর জ্ঞানহীন হয়ে থাক্‌বে। এটার মতো বড়ো কুকাজ আর একটাও হতে পারে না। এজন্যই একে আজ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দিলুম।"

হয্‌রত মোহাম্মদ (দঃ) যে সময় আরবে ধর্ম্ম-প্রচার কর্‌ছিলেন, সেই সময়ে বহু লোক তাঁর কথায় বিশ্বাস ক'রে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অপর এক দল লোক ছিল যারা তাঁর উপর দারুণ চটা ছিল। তা'রা কেবলি তাঁর নিন্দা আর কুৎসা কর্‌তো। ইহুদীরা ছিলো সেই দলে।

এইরূপ একটি ইহুদী পরিবারের একটি মেয়ে হয্‌রতের ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। সংসারের কাজকর্ম্ম শেষ ক'রে রাত্রে অবসর সময়ে

সে খোদার নাম করতো এবং কখনো কখনো একমনে কোর্‌আন শরীফ পড়্‌তো।

একথা একদিন মেয়েটির মা জান্‌তে পারলো। ভয়ের তার আর সীমা রইলো না। স্বজাতিরা জান্‌তে পারলে একটা অনর্থ ঘটাবে। তাই মেয়েকে তিনি বারণ করতে লাগ্‌লেন। অনেক হিতোপদেশ দিলেন, বললেন: "তোমার পিতামাতার সনাতন ধর্ম্মই তোমার ধর্ম্ম। যারা জ্ঞানী তা'রা কখনো আপন ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে অপর ধর্ম্ম গ্রহণ করে না। তুমি ইস্‌লামের প্রতি অনুরাগিণী হয়েছো জান্‌তে পারলে, তোমার পিতা খুব অসন্তুষ্ট হবেন। কাজেই এ বদ্‌খেয়াল তুমি ছাড়ো।"

মেয়েটির ব্যবহারে কিন্তু মাতার উপদেশ শুন্‌বার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। সে পূর্ব্বের মতোই খোদার নাম গান করতে লাগ্‌লো।

কথা কখনো চাপা থাকে না। ধীরে ধীরে বিষয়টা চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়্‌লো। ক্রমে পিতার কানেও গিয়ে পৌঁছালো। তিনি ক্রোধে

আগুন হয়ে মেয়েকে খুব খানিকক্ষণ গালমন্দ তো দিলেনই, অধিকন্তু আবার এরূপ আচরণ কর্‌লে কঠিন শাস্তি দেবেন বলে ভয় দেখালেন।

ছু'চার দিন পরে সকলে দেখতে পেলে, মেয়েটির কাছে সকল শাসনই নিষ্ফল হয়েছে—কোনো রকম ভয়কে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি।

ইহুদীটি ছিলেন সমাজের একজন মাতব্বর ব্যক্তি। তিনি সমাজের আর পাঁচ জনের ভালো-মন্দের বিচার কর্‌তেন। কিন্তু তাঁর নিজের ঘরেই আপনার কন্যা সনাতন নিয়ম ভঙ্গ ক'রে অপর ধর্ম্ম পালন কর্‌ছে, ইহার কোনো রকম প্রতিকারই তিনি কর্‌তে পারছেন না! এ যেন বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা আর কি!

তিনি এবার কন্যাকে ডেকে খুব ভৎ´সনা কর্‌লেন; আর ভয় দেখালেন যে, আবার যদি সে খোদার নাম করে, অথবা কোর্‌আন শরীফ পড়ে, তবে মার্‌তে মার্‌তে তাকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেওয়া হবে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ইহুদীটি দেখলেন, মেয়েটি তাঁর সমাজের এবং গৃহের কলঙ্ক। ইহাকে অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন। কর্ত্তব্যের নিকট আত্মীয়-পর ভেদ নাই। আপনার কন্যা বলে মমতা কর্‌লে চল্‌বে না। ইহাকে গৃহ থেকে চিরতরে বিদায় ক'রে দিতে হবে।

সমাজের অন্যান্য মাতব্বরদের সহিত তিনি এবিষয়ে পরামর্শ কর্‌তে লাগ্‌লেন। তা'রা নানা জনে নানা রকম যুক্তি দিলেন। বহু তর্ক বিতর্কের পর স্থির হলো—মেয়েটির নিকট তার পিতা একটি আংটি রাখতে দেবেন। তারপর মেয়েটি যেন টের না পায়, এমনি ভাবে চুপি চুপি আংটিটা তার কাছ থেকে নিয়ে নদীর মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে।

পরের দিন বাড়ীতে বহু মাতব্বর এবং ভদ্র ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হবে। নিমন্ত্রিত লোকদের সম্মুখে মেয়েটির কাছে আংটি ফেরৎ চাইলে সে যখন দিতে অপারগ হবে, তখন সেই অপরাধে তার প্রাণ বধ করা হবে।

পরামর্শ মতো মেয়েটির নিকটে একটি আংটি রাখ্‌তে দেওয়া হলো, এবং তার পিতা নিজেই গোপনে সেই আংটি নিয়ে নদীতে ফেলে দিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ইহুদী কয়েকটা বড়ো বড়ো রুই মাছ এনে হাজির কর্‌লেন। স্ত্রী এবং মেয়েকে বল্‌লেন ঃ "আজ আমার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু এখানে আহার করবেন। তাদের জন্য আজ বিশেষ ভাবে আয়োজন কর্‌তে হবে।"

মাতা রান্না কর্‌তে গেলেন—মেয়েটি মাছ কুট্‌তে বস্‌লো। হঠাৎ একটি মাছের পেটের মধ্য থেকে একটি আংটি বেরিয়ে পড়্‌লো। মেয়েটি আংটিটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে দেখলে, তার পিতা গতকল্য যেটা রাখতে দিয়েছিলেন ঠিক সেইটিই—কারণ এর উপরে তার পিতার নাম লেখা রয়েছে। আংটিটা নিয়ে সে লুকিয়ে রাখ্‌লে।

নিমন্ত্রিত লোকেরা যথাসময়ে এলেন এবং সকলের চর্ব্য-চোষ্য ভোজন সমাপ্ত হলো।

পূর্ব্বের পরামর্শ মতো ইহুদী কন্যাকে বল্লেন ঃ “গতকল্য যে আংটিটা তোমার কাছে রাখ্তে দিয়েছি, সেটা এখনই এনে দাও।”

কন্যা আংটি এনে পিতার হাতে দিলো।

ইহুদী রীতিমতো বিস্মিত হয়ে বল্লে ঃ “তুমি নিশ্চয় যাদুকরী, নইলে এ আংটি কাল আমি নিজের হাতে নদীর মধ্যে ফেলে দিয়েছি ; কি ক’রে এটা তুমি ফিরিয়ে পেলে বলো ?”

মেয়েটি জবাব দিলে ঃ “সব খোদার ইচ্ছা পিতা ! আমি আজ একটা রুই মাছের পেটের মধ্যে এই আংটিটা পেয়েছি।”

মেয়ের কথায় ও আদর্শে পিতার মন ইস্লাম ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হলো। তিনি এবং নিমন্ত্রিত লোকেরা একবাক্যে বলতে লাগ্লেন ঃ “খোদা যাকে রক্ষা করে, তাকে কেউ বধ কর্তে পারে না।”

হয্‌রত মোহাম্মদকে (দঃ) নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে বিধর্ম্মীদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকৃতে হতো। এর জন্যে তাঁকে সময়ে সময়ে যথেষ্ট অস্থবিধায় পড়তে হতো।

একবার এই রকম একটা খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ ক'রে অনুচরবর্গকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গৃহের দিকে ফির্‌ছিলেন। ক্ষুধা, পিপাসা, অনিদ্রা ও উদ্বেগে শরীর অবসন্ন। কোথাও কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর্‌তে পার্‌লে দেহমন শান্ত হতে পারে। প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে হয্‌রত ওমর, হয্‌রত ওস্‌মান প্রভৃতি সঙ্গে

ছিলেন। তাঁদের পরিচিত এক ধনী ব্যক্তির বাসগৃহ নিকটে থাকায় তাঁরা প্রস্তাব করলেন, সেই স্থানে গিয়ে বিশ্রাম করা যাবে। হয্‌রত মোহাম্মদ (দঃ) এই প্রস্তাবে রাজী হলেন।

ধনশালী ব্যক্তি নানা কাজে ব্যস্ত। বিশাল তার ঐশ্বর্য্য—প্রচুর তার কাজ। এত ধন থাকা সত্ত্বেও সে অতিশয় কৃপণ। মোহাম্মদ এবং তাঁর অনুচরদের দেখে তিনি ভাব্‌লেন, এতগুলো লোকের একবার আহার যোগাতে তার যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হবে। সুতরাং ইঁহাদিগকে বিদায় কর্‌বার জন্যে তিনি গম্ভীর মুখে ইঁহাদিগকে বসতে অনুরোধ জানিয়ে, পূর্ব্বের মতো আপনার বিষয়-কর্ম্মে মন দিলেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল; তিনি এঁদের সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, ফিরেও একবার তাকালেন না। ইঁহারা বসে থেকে থেকে শেষ অবধি বিরক্ত হয়ে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। এঁদের উঠতে দেখে ধনী ব্যক্তি ভদ্রতা ক'রে বল্‌লেন: "আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন। আমি

আজ একটা জরুরি কাজে বিশেষ ব্যস্ত আছি। আপনাদের সঙ্গে ভালমতো কথাও বল্‌তে পারলুম না। কিছু যেন মনে কর্‌বেন না। আবার একদিন দয়া ক'রে আস্‌বেন।"

ইঁহারা বিদায় নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়্‌লেন। দারুণ অবসাদে শরীর নিস্তেজ—পা আর চলে না। তথাপি নিরুপায় হয়ে পথ হাঁট্‌তে লাগ্‌লেন। খানিকদূর যাবার পরে হয্‌রত মোহাম্মদ (দঃ) বল্‌লেন ঃ "হে পরম দয়ালু খোদা, তুমি এই ধনীকে দীর্ঘজীবী কোরো এবং আরো অধিক ধনজন দিয়ে ওকে খুব সুখী কোরো।"

সঙ্গীরা মোহাম্মদের হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখে বিমুগ্ধ হলেন। এমন অন্তঃকরণ—এমন ক্ষমাশীল মন না হলে কি এত বড়ো হতে পারা যায়।

সকলে নীরবে ক্লান্ত পদে ধীরে ধীরে চলেছেন। অনেকটা দূর এগিয়ে গেছেন,—একটা পাতার কুটীরের পাশ দিয়ে যেতেই একজন বিধবা স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে হয্‌রত মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁর

সঙ্গীদিগকে সেলাম জানিয়ে বিনীত কণ্ঠে বল্‌লেন ঃ "হুজুরগণ, অনেক পুণ্যফলে আপনাদের দর্শন লাভ করেছি। আমি অতি দীন-হীন, যদি দয়া ক'রে আমার কুটীরে পায়ের ধূলো দিতেন, তবে নিজেকে আমি ভাগ্যবতী মনে কর্‌তুম।"

হয্‌রত মোহাম্মদ (দঃ) বিধবা নারীর আবেদন মঞ্জুর ক'রে তাঁর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করলেন।

বিধবার একটি মাত্র দুগ্ধবতী ছাগী ছিল। তিনি তার দুধ বিক্রয় ক'রে কোনোরূপে দিন গুজরান কর্‌তেন। ছাগীটার সে দিনের সমস্ত দুধটুকু এবং কিছু খেজুর তিনি অতিথিদিগকে দিলেন। তাঁরা পানাহার করে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর কর্‌লেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর্‌বার পরে তাঁরা মহিলাটির নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রে যাত্রা কর্‌লেন। খানিকটা এসে হয্‌রত পরম দয়ালু খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে হাত তুলে বল্‌তে লাগ্‌লেন ঃ "হে দয়াময়, বিধবার ছাগলটা যেন শীঘ্রই মারা যায় এবং বিধবাটিও যেন সত্বর ইহলোক ত্যাগ করে।"

সঙ্গীরা হয্‌রত মোহাম্মদের (দঃ) এই রকম প্রার্থনার কারণ কিছু বুঝ্‌তে পারলেন না। যে অনাদর কর্‌লো—অসম্মান করলো—তার দীর্ঘজীবন তিনি কামনা করলেন; আর যিনি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে গৃহে আহ্বান ক'রে তাঁর সাধ্যমত সেবা যত্ন কর্‌লেন, তিনি তাঁর মৃত্যু কামনা করলেন—এ কিরূপ ব্যাপার!

ওমর জিজ্ঞাসা করলেনঃ "হয্‌রত, এ রকম প্রার্থনার তাৎপর্য্য কি?"

হয্‌রত বল্‌লেনঃ "চেয়ে দেখ ওপরে। ঐ দেখ দোজখ আর বেহেশ্‌ত। দোজখের দরজায় আর বেহেশতের দরজায় কাদের নাম লেখা রয়েছে বেশ ভাল ক'রে চেয়ে দেখ।"

সঙ্গীরা সকলে উপরের দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে দেখ্‌তে পেলেন—দোজখের দরজার উপরে ঐ ধনবান ব্যক্তির নাম আগুনের অক্ষরে লেখা রয়েছে, আর বিধবাটির নাম সোনার অক্ষরে বেহেশ্‌তের দরজায় জ্বল্ জ্বল্ কর্‌ছে।

হয্‌রত বল্‌লেন ঃ "এখন বুঝ্‌তে পার্‌লে কেন আমি খোদার নিকটে ধনীর দীর্ঘজীবন কামনা করেছিলুম। যে ক'দিন সে দুনিয়ায় থাক্‌বে, সেই ক'দিনই ভোগবিলাসে মত্ত থেকে সুখে থাক্‌বে। চোখ বুজ্‌লেই সে অনন্তকাল দোজখ ভোগ করবে। আর বিধবাটির জন্য বেহেশ্‌তের অনন্ত সুখ অপেক্ষা কর্‌ছে! তাই তিনি যত শীঘ্র মরেন, ততই তাঁর পক্ষে মঙ্গল।"

প্রাচীন মিশরে মুসার ন্যায় জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি কেউ ছিলেন না,—এ কথা সে সময়ের বিদ্বান-মণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করতেন। মুসার মনেও যে এজন্য কিছু অহঙ্কার ছিলো না, এ কথা বল্‌তে পারা যায় না। এই অহমিকার জন্যই একদিন তাঁকে যথেষ্ট লজ্জা পেতে হয়েছিলো।

একদিন তিনি তাঁর অনুরাগী ভক্তদের সঙ্গে নানারকম শাস্ত্রালোচনা কর্‌ছিলেন। তাদের জটিল প্রশ্নের এমন সহজ মীমাংসা করে দিচ্ছিলেন যে, উপস্থিত সকলে বিস্ময় বোধ না ক'রে পারছিলো না।

এদের মধ্যে থেকে একজন অনুচ্চ কণ্ঠে বলে উঠ্‌লে ঃ "আমাদের মনে হয়, এঁর মতো পণ্ডিত লোক দুনিয়াতে আর একজনও নাই।"

কথাটা মুসার কানে গেল। তিনি বিনয় প্রকাশের জন্যও উক্তিটার প্রতিবাদ করতে পার্‌তেন ; কিন্তু তা' তো কর্‌লেনই না, অধিকন্তু সায় দিলেন বলে মনে হলো।

অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই মুহূর্ত্তে দৈববাণী শুন্‌তে পাওয়া গেল ঃ "মুসা, না জেনে অহঙ্কার কোরো না ; সমগ্র পৃথিবীর কতটুকু খবর তুমি রাখো ! মহাত্মা খেযের ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কোনো বিষয়ই তাঁর অজানা নয়। তাঁর সাহচর্য্যে আস্‌লেই একথা বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

মুসা নিরতিশয় লজ্জা পেলেন। উপরের দিকে চেয়ে অনুনয়ের কণ্ঠে প্রশ্ন কর্‌লেন ঃ "কোথায় গেলে তাঁর দর্শন পাবো ?"

পুনরায় দৈববাণী হলো ঃ "পথে বের হলে তাঁর সন্ধান মিল্‌বে।"

মুসা অনুচরদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রে সেই দিনই তল্পি-তল্পা গুটিয়ে খেযেরের দর্শন লাভের আশায় বেরিয়ে পড়্লেন।

মুসা চলেছেন তো চলেছেন। তিন দিন তিন রাত্রি অবিরাম চল্‌বার পরে সুমুখে দেখ্‌তে পেলেন, মস্তবড়ো এক নদী। পিঠের বোঁচকা মাটিতে নামিয়ে মুসা নদীর কূলে বিশ্রাম কর্‌তে বস্‌লেন। খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে ঠাণ্ডা জলে হাতমুখ ধুয়ে তিনি কিছু আহার কর্‌লেন। তারপর আবার পথ ধর্‌লেন।

কিছুদূর আস্‌বার পরে হঠাৎ তাঁর মনে হলো, খাবারের পুটুলি ভুলক্রমে সঙ্গে আনা হয়নি; যেখানে বিশ্রাম কর্‌তে বসেছিলেন, সেখানে ফেলে রেখে এসেছেন। মুসা নদীর দিকে ফিরে চল্‌লেন।

খাবারের পুটুলির সঙ্গে কয়েকটা লবণ মাখানো শুক্‌নো মাছও ছিল। মুসা ফিরে এসে বিস্মিত হয়ে দেখ্‌তে পেলেন, মাছগুলি থলি থেকে বেরিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে জলে পড়্‌ছে। মড়া মাছ যে

জ্যান্ত হ'তে পারে, এ দৃশ্য তিনি চোখে না দেখ্‌লে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌তেন না।

খানিকটা দূরে নদীর পাড়ের ওপরে একজন দিব্যকান্তি বৃদ্ধ উপাসনা শেষে তস্‌বি (মালা) জপ কর্‌ছিলেন। সেদিকে চেয়ে মুসা আর দৃষ্টি ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌লেন না। এমন সুপুরুষ তিনি জীবনে দেখেননি। দীর্ঘ শাদা দাড়ি—গৌরবর্ণ সুঠাম দেহ—সারা মুখ স্বর্গীয় জ্যোতিতে উজ্জ্বল। মুসা অনুমান কর্‌লেন, ইনিই হয়তো মহাত্মা খেযের। নইলে লবণ মাখানো মাছ লাফিয়ে জলে যেতে পারে অপর কোন্ মহাপুরুষের পবিত্র উপস্থিতিতে!

মুসা দূর থেকে অভিবাদন করে বল্‌লেনঃ "আমার অনুমান হয়তো সত্য; আপনিই বোধ হয় মহাত্মা খেযের!"

বৃদ্ধ হেসে সম্মতি জানালেন।

মুসা বল্‌লেন ঃ "আপনার অনুগ্রহ হলে কিছুকাল আপনার সেবা ক'রে জীবন ধন্য কর্‌তে পারি। অনুগ্রহ হবে কি?"

খেযের বল্‌লেন ঃ "আমার কাজ বোধ হয় তোমার পছন্দ হবে না। হয়তো সেই কারণেই আমাকে সহ্য করা তোমার কঠিন হবে।"

মুসা বল্‌লেন ঃ "সে কি কথা! আপনি মহাপুরুষ —আপনি জ্ঞানী—আপনার কার্য্যকলাপ অপছন্দ হবার কি কারণ থাকৃতে পারে ?"

খেযের বল্‌লেন ঃ "তুমি বর্ত্তমান দেখে কাজের ভালোমন্দ বিচার করো, কিন্তু আমি ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করি। সুতরাং আমার কাছে যা ভালো— তোমার নিকট তা হয়ত অন্যায় বোধ হবে।"

মুসা বল্‌লেন ঃ "হোক অন্যায় বোধ, আমি আপনার কোনো কাজেরই প্রতিবাদ কর্‌বো না।"

খেযের হেসে বল্‌লেন ঃ "কথা তো দিলে, কিন্তু রক্ষা কর্‌তে বোধ হয় পার্‌বে না, মুসা !"

খেযেরের নিকটে মুসা রয়ে গেলেন।

কিছুদিন পরে খেযেরের অন্যত্র যাবার প্রয়োজন হলো। মুসাকে নিয়ে তিনি রওনা হলেন।

নদীর কূল ধরে দু'জনে চলেছেন। কিছু দূর চল্‌বার পরে খানকয়েক সুন্দর নৌকা নদীরঘাটে বাঁধা রয়েছে দেখ্‌তে পেলেন। ঐ নৌকাগুলির মধ্যে একখানা সাজসজ্জায় আর সকলকে হার মানিয়েছে। মুসা সেদিকে চেয়ে বল্‌লেনঃ "বাঃ, কি চমৎকার নৌকা! সাধারণ নৌকায় এমন রূপ-সজ্জা তো দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।"

ইহার প্রত্যুত্তরে খেযের যা কর্‌লেন তা একেবারে পাগলের কাণ্ড। তিনি নৌকার কাছে গিয়ে তার কয়েকখানা নক্সাকাটা সুন্দর কাঠ ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল্‌লেন। তারপর সেই ভাঙ্গা জায়গায় কতকগুলি পুরানো কাঠ জোড়া দিয়ে পুনরায় যাত্রা কর্‌লেন।

মুসা তো অবাক। তিনি ভেবে পেলেন না খেযের কেন এরূপ কর্‌লেন। জিজ্ঞাসা কর্‌লেনঃ "আপনি অমন সুন্দর নৌকাটাকে ভেঙে শ্রীহীন কর্‌লেন কেন, আর কেনই বা পুরানো কাঠ দিয়ে মেরামত ক'রে দিলেন?"

খেযের হাস্‌লেন। বল্‌লেন: "তোমাকে তো বলেছিলুম মুসা, আমার কাজ তুমি সইতে পারবে না!"

পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ হতেই মুসা যথেষ্ট লজ্জা পেলেন, তাই আর কিছু বল্‌তে পার্‌লেন না,— আপনার মনে নতমুখে পথ চল্‌তে লাগ্‌লেন।

নদীর পথ ছেড়ে তাঁরা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন। পথের দু'পাশে গৃহস্থদের বাড়ী। কোথাও মেয়েরা দল বেঁধে কলসী কাখে জল আন্‌তে চলেছে—কোথাও ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে খেল্‌ছে। কিছু দূর চল্‌বার পরে দেখ্‌তে পেলেন, একপাল ছেলে পথের ওপারে চোখ বেঁধে কানামাছি খেল্‌ছে। খেযের চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ দাঁড়িয়ে ঐ দলের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ সুশ্রী চেহারার ছেলের দিকে খানিকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ থলের মধ্য থেকে একটা দড়ির ফাঁস বের ক'রে ছেলেটির গলায় পরিয়ে দিলেন। দম বন্ধ হয়ে বালকটি মরে গেল।

মুসা 'হায়' 'হায়' করে উঠ্‌লেন। তিনি এবারে রেগে আগুন হয়ে খেযেরকে বললেন : "এমন সোনার চাঁদ ছেলেটিকে আপনি মেরে ফেল্‌লেন। আপনি কি পাষাণ! আপনার কি একটুও মমতা হলো না? ছেলেটি আপনার কি করেছিলো যে ওকে অমন নিষ্ঠুর ভাবে মার্‌লেন?"

খেযের জবাব দিলেন : "আমার কাজ তোমার পছন্দ হবে না, এ কথা আগেই তোমায় বলেছি। আমার সঙ্গে থাকা তোমার পোষাবে না মুসা,—তুমি ঘরে ফিরে যাও।"

মুসা কি আর করেন—নিঃশব্দে পুনরায় পথ চল্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু ছেলেটির কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারলেন না।

চল্‌তে চল্‌তে দিন শেষ হয়ে এলো। খেযের ও মুসা এইবার আশ্রয়ের সন্ধান কর্‌তে সুরু কর্‌লেন। গ্রামের বাড়ি বাড়ি রাত্রির জন্য তাঁরা আশ্রয় ও খাবার প্রার্থনা ক'রে ফির্‌তে লাগ্‌লেন—কিন্তু কেউ তাঁদের প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌লে না।

সময়টা শীতকাল। সারাদিন পথ চলার পরিশ্রমে এবং ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দু'জনে কাতর হয়ে পড়্লেন। খানিকটা দূরে একটা অতি পুরানো প্রাচীর প্রবল বাতাসের ধাক্কায় পড়ি পড়ি কর্ছিলো। খেযের দেয়ালটার কাছে এসে মুসাকে বল্লেনঃ "তুমি এইখানে বসে বিশ্রাম করো মুসা, আমার একটুখানি কাজ এখানে কর্বার আছে। কাজটা শেষ ক'রে দু'জনে আবার আশ্রয়ের সন্ধানে বেরুবো।" এই কথা বলেই খেযের কাজে লেগে গেলেন। আশপাশ থেকে ইঁট, কাদা ও জল সংগ্রহ করে আন্লেন,—তারপর ঐ জীর্ণ প্রাচীর ঘেঁসে দু'পাশে দুটো থাম গাঁথ্তে সুরু কর্লেন।

খেযেরের কাণ্ড দেখে মুসা তো অবাক! সারাদিনের ক্লান্তি ও ক্ষুৎপিপাসায় শরীর অবসন্ন—শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড়সুদ্ধ কাঁপ্ছে—এমন অবস্থায় থাম গাঁথ্বার সখ নিতান্ত বদ্ধ পাগল ছাড়া কারো হতে পারে না। সত্যি ওঁর সঙ্গে থাকা আর পোষাবে না—মুসা এবারে বিদায় চাইবেন।

কাজ শেষ হতে রাত্রি ভোর হয়ে এলো। মুসা রেগে আগুন হয়ে খেযেরকে বল্‌লেন: "আপনি মহাপুরুষ হ'লেও আপনার সঙ্গে থাকা আর চলবে না, এ কথা এতদিনে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। আমায় বিদায় দিন্; কিন্তু যাবার আগে আশা করি আপনার এই কাজ তিনটির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা প্রকাশ ক'রে আমায় ধন্য করবেন।"

খেযের হাস্‌লেন, বল্‌লেন: "আমার কথা তা'হলে এতদিনে সত্য হলো, কি বলো মুসা? নিতান্তই যখন শুন্‌বার ইচ্ছা করেছ, তখন শোনো। ঐ নৌকাটা ছিলো একজন ব্যবসায়ীর। সে যে-দেশে বাণিজ্য করবার জন্য যাচ্ছিলো, সে দেশের রাজা একজন অত্যাচারী ও খামখেয়ালী লোক। বিদেশীদের কোনো ভালো জিনিস্ দেখ্‌লে জোরজুলুম করে সে কেড়ে নেয়। নৌকার মালিকের ঐখানিই একমাত্র নৌকা। এর থেকে যা আয় হয়, তাই দিয়ে পরিবারের দশজনকে প্রতিপালন করে—অতিথি অভ্যাগতের সমাদর করে। ঐ

নৌকাটি খোয়া গেলে দুর্দ্দশার তার অবধি থাক্‌তো না। তাই আমি নৌকাটাকে শ্রীহীন ক'রে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করেছি।

মুসা বল্‌লেন ঃ "আপনি মহাপুরুষ ; ন্যায়সঙ্গত কাজই করেছেন।"

খেযের বল্‌লেন ঃ "সেই ছেলেটির কথা শোনো এবার। ওর পিতামাতা খুব ধার্ম্মিক। ঐ ছেলেটিই তাদের একমাত্র সন্তান। ছেলেটি বড় হয়ে অতিশয় দুষ্ট প্রকৃতির হতো। এর জন্যে তাঁরা মনের কষ্টে দিন কাটাতেন। ঈমানদার পিতামাতাকে খোদা একটি সৎপুত্র দান কর্‌বেন।"

মুসা বল্‌লেন ঃ "এতক্ষণে বুঝ্‌তে পার্‌লুম, আপনি কেন বালকটিকে হত্যা করেছেন।"

খেযের পুনরায় বল্‌লেন ঃ "ঐ দেয়ালের পাশে সারারাত কষ্ট করে থাম তৈরী করেছি, এ জন্যে তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছো। কাশা নামক একজন সাধু লোক ঐ গৃহের মালিক ছিলো,—সে দুটি নাবালক পুত্র রেখে মারা গেছে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে

সে অনেক টাকাকড়ি সোনা-মোহর ঐ দেয়ালের নীচে পুঁতে রেখে গেছে। ছেলে দুটির বড়ো হতে এখনো অনেক দেরী। দেয়ালটা পড়ে গেলে ঐ ধনরত্ন অপরে নিয়ে যেতো। সেই জন্যেই আমি এর রক্ষার ব্যবস্থা করেছি।”……খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে খেযের পুনরায় বল্‌লেন ঃ “আমি পূর্ব্বেই বলেছিলুম, তোমার পথ এবং আমার পথ পৃথক—আমার সঙ্গ তোমার ভালো লাগ্‌বে না।”

মুসা বল্‌লেন ঃ “আমরা প্রত্যেকে মনে করি, নিজে যা বুঝি এবং জানি অপরের চেয়ে তা যথেষ্ট বেশী। এই অহঙ্কার যতদিন মনে থাকবে অন্যের গুণ আমরা ঠিকভাবে ততদিন গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বো না।”

খেযের বললেন ঃ “আমি চললুম, মুসা!”

মুসা অভিবাদন করে খেযেরের গমন পথের দিকে চেয়ে রইলেন।

—শেষ—